আজকের পাঠ

‘ প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্ আত্মামায়য়া ’

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ

২য় পর্ব

পাঠ পর্যালোচনা

শম্পা দেবনাথ

সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ

শ্রীমৎভাগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ নম্বর শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন-

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। ৬

আমি জন্ম রোহিত অবিনাশী স্বরূপ এবং সর্বভুতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই।

অর্থাৎ , হে অর্জুন -

মায়াধীন হওয়ার ফলে তোমার স্বরূপ বা আত্মজ্ঞান যেখানে মায়ার দ্বারা আবৃত মায়াধীশ হবার ফলে আমার জ্ঞান সেখানে নিত্য অনাবৃত। মায়াধীন হবার ফলে তুমি আত্মবিস্মৃত ও অজ্ঞান। অন্যদিকে মায়াবী/ মায়াধীশ তিনি সজ্ঞান এবং দিব্য। একজনের কর্ম প্রকৃতি বশ অন্যজনের আত্ম বশ। এইবার তিনি উন্মোচন করবেন তাঁর দেহ ধারণের তথা জন্মগ্রহণের রহস্য আর পদ্ধতি প্রকরণ।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।

অজ হয়েও আমি জন্মগ্রহণ করি, অনন্ত এবং নিরাকার হয়েও মানব শরীরের সীমায় আকারবান হয়ে দৃশ্যমান হয়ে এবং ভূতগণের ঈশ্বর হয়েও স্বয়ং ভূতরূপে প্রকট হই। নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে স্বীয় মায়ার দ্বারা দেহ ধারণ করি।

ভগবান নিজ প্রকৃতি এবং নিজ মায়া দ্বারা অবতরণ করেন। প্রকৃতি ও মায়া এখানে ভিন্ন নয়। কারণ তিনি বলেছেন আমার মায়াকে প্রকৃতি জেনো। '...মায়াং তু প্রকৃতি বিদ্ধি'।

‘...মায়াং তু প্রকৃতি বিদ্ধি’

মায়া ও প্রকৃতি

‘মায়া’ শব্দটিকে পাই বেদান্ত দর্শনে আর ‘প্রকৃতি’ শব্দটি আছে সাংখ্য দর্শনে। কবি সুধীর দত্ত বলছেন - গীতার সাংখ্য তাই বৈদান্তিক সাংখ্য। গীতায় প্রকৃতির কোন পৃথক সত্তা নেই। সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গীতায় অষ্টধা প্রকৃতি পঞ্চভূত ও মন- বুদ্ধি- অহং। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সৃষ্টির উপাদান। গুণসাম্য ভঙ্গ হলেই প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হন। এই পরিণাম বা পরিবর্তনই সৃষ্টি ও তাঁর বৈচিত্র্য। গুণোত্রয়ের মাত্রাভেদে আমাদের প্রকৃতির ভেদ - বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতির।

এই প্রকৃতিকে তখনই মায়া বলা হয় যখন তা আত্মার জন্য নির্মাণ করে আবাস, দেহ - প্রাণ - মনের কাঠামো। এই কাঠামোতেই আত্মা বা পুরুষ আকারবান হন। অর্থাৎ, উপাদান রূপে যিনি প্রকৃতি, আত্মার জন্য রূপাকৃতি নির্মাণ-ক্ষমতায় তিনিই মায়া। মায়াই সেই শক্তি যার বলে অমেয় নিরাকার মিতরূপে, সসীম এক সত্তারূপে নিজেকে কল্পনা করেন, কারণ গুণ নির্মিত আকৃতি ও প্রকৃতি বা দেহ মনের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন এবং দেহকেই আমি বলে জানেন। আর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে এই আত্মবুদ্ধিই মোহ বা অহংকার।

ভগবান যখন এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে মায়া দ্বারা আকারবান হন বা প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন তখনও তাঁর জ্ঞান পূর্ণ-জ্ঞান; তা নিত্য এবং অনাবৃত থাকে। ফলে সেখানে রজঃগুণের কোন বিক্ষেপ নেই । তাঁর শরীর শুদ্ধ-সত্ত্ব, যেখানে রজঃ-তমের লেশ নেই । এখানে দেহ-দেহীর কোন ভেদ নেই। কালে ও শরীরে বাস করলেও তিনি অপ্রাকৃত কালাতীত ও সর্বজ্ঞ। কারণ এই প্রকৃতি তার নিজস্ব প্রকৃতি মায়া তাঁর শক্তি।

যে শক্তি তাঁরই পরিচালনাধীন। এ যেন গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু। ... একই তত্ত্বের স্থিতি ও গতি রূপ। গতিরূপে বিষয় স্থিতি রূপে সাক্ষী। আর এ কারণেই প্রকৃতি ও মায়া শব্দের বিশেষণ নিজ। এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হয়েও দেহাতীত অমানব পুরুষ। বস্তুত, পূর্ণজ্ঞতায় যা তাঁর জ্ঞাত, অজ্ঞতায় বা অর্ধালোকে সেই একই তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত। আমরা জানিনা তিনি জানেন।

- গীতা, এক আশ্চর্য আয়ুধ ও বর্ম, সুধীর দত্ত।

শ্রীভগবান আকারবান হয়ে কালে ও শরীরে বাস করলেও তিনি অপ্রাকৃত কালাতীত ও সর্বজ্ঞ। এখানে প্রশ্ন জাগে – শ্রীভগবান দেহ ধারণ করেন কেন?

আগে জেনে নিই জীব দেহ ধারণ করে কেন?

সঞ্চিত কর্মের ভোগের জন্য জীবকে দেহ ধারণ করতে হয়। আমাদের এই শরীর ভোগায়তন বা ভোগদেহ। এই দেহ কর্মশয়ও। এই দেহ দ্বারা যেমন কর্মফল ভোগ হয় তেমনি ফলভোগের জন্য আমরা কর্মও করি।আমাদের জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করার জন্য আমরা এই শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে যাতে ভোগ ও জ্ঞানের এবং কর্মের দ্বারা আমরা আমাদের সঞ্চিত বাসনা সমূহের ক্ষয় করতে পারি। এভাবেই আমরা কর্মের মাধ্যমে ক্রমশ মুক্তির পথে এগিয়ে চলি। জন্ম যেমন প্রকৃতি বশ এবং বাধ্যতামূলক। মৃত্যুও তেমনি প্রকৃতির একটি আশ্চর্য কৌশল।

আমাদের জন্ম প্রকৃতি বশ এবং বাধ্যতামূলক। মৃত্যুও তেমনি প্রকৃতির একটি আশ্চর্য কৌশল। এই কৌশলে বিধাতা পুরুষ আমাদের শরীর রূপ এই মৃতভান্ডটি বারবার ভেঙে দেন। কর্মফল ক্ষয়ের মাধ্যমে একদিন এই মৃতভাণ্ডই অমৃত ধারণের যোগ্য পাত্র হয়ে ওঠে। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিনের সমন্বয়েই উপযুক্ত অমৃত ধরণের যোগ্য পাত্র হয়ে উঠি আমরা। এই তিনের সাম্যাবস্থাযই যোগ। যুক্ত হবার উপায়। তখনই আত্মবান ও নিত্য সত্ত্ব হবার সাধনা করা যায়। এই সাধনা ব্যক্তির জীবনধারায় বিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করে। যুক্ত হবার তীব্র বাসনার ফলে জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে জীবের বিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হয়।

কিন্তু ঈশ্বরের তো কোনো বাসনা নেই। তিনি তো আপ্তকাম। তাহলে তাঁর জন্ম হয় কেন?

আপ্তকাম শ্রী ভগবানের কেন এই দেহ ধারণ? কী সেই রহস্য? তিনি নিজে না জানালে হয়তো কোনদিন জানা সম্ভব হত না সেই রহস্য।

এবারে তিনি আমাদের সামনে, অর্জুনের সামনে তাঁর ধরায় অবতরণের রহস্য উন্মোচন করছেন।

তিনি বলছেন-

‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্।।’ ৭

‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্।।’ ৭

শ্রী ভগবান বলছেন - হে ভারত, হে অর্জুন! যখন যখন ধর্মে গ্লানির প্রাদুর্ভাব হয় বা ধর্মের অবক্ষয় ঘটে ফল তো অধর্মের উত্থান হয় অর্থাৎ অধর্ণের বাড়ন্ত হয় তখন তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি আমি দেহবান হই। অর্থাৎ, একবার নয় বারবার তাঁকে দেহ ধারণ করতে হয়। কেননা বারবার ধর্মের সংকট আসে। তাই ধর্মের সংকটে যুগে যুগে তিনি আসেন।

আগামী পাঠে আমরা জানব

ধর্ম কি?
আর ধর্মের সংকট বলত কি বুঝি ?

শ্রী ভগবান কিভাবে এই সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করেন।

ধন্যবাদ